গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের অক্টোবর/২৩ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৫ অক্টোবর/২০২৩
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্ম
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের অক্টোবর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চন। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৭-০৯-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সেপ্টেম্বর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৭-০৯-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত			

৩.১।	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, খনন কার্যক্রমের জন্য ইতোমধ্যে ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে। আগামী ১ অক্টোবর/২৩, খোন্দকার রবিউল ইসলাম, উপ-পরিচালক (খনন প্রকৌ.) এর নেতৃত্বে একটি দল বহিরংগনে গমন করবে। তারা ড্রিলিং পয়েন্ট পর্যন্ত রাস্তা তৈরি, বগুড়া ক্যাম্প অফিস থেকে মালামাল ড্রিলিং পয়েন্টে স্থানান্তর ও সাইট প্রিপারেশনের কাজ সম্পন্ন করলেই খনন কাজ শুরু হবে। তিনি বলেন, নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখা থেকে অক্টোবর মাসে বহিরংগনে গমন করবে। ইতোমধ্যে তাদের অফিস আদেশ জারি হয়েছে। এছাড়া বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখা থেকে একটি দল যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ভৈরব নদীর পানি ও পললের দূষণ ও প্রভাব নির্ণয়ের জন্য বহিরংগন কাজ সম্পন্ন করে সদর দপ্তরে যোগদান করেছে। এ কাজ চলাকালীন সময়ে উক্ত শাখার শাখা প্রধান পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। উক্ত শাখা প্রধান জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, পরিচালক (রসায়ন) বলেন, নমুনা সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলাকালীন সময়ে এপিএ এর অন্তর্ভুক্ত একটি জনসচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত কর্মশালায় স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন এবং এ খবর স্থানীয় পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এখন ল্যাবরেটরি এনালাইসিস করা হবে এবং সার্বিক কাজ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।	ড্রিলিং পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে এবং অন্যান্য বহিরংগন কাজগুলোও পর্যায়ক্রমে শুরু করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।

৩.২।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণের বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, প্রতি ব্যাচে ৪০ জন করে ১২ টি ব্যাচে মোট ৪৮০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয় হবে এবং এ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলছে। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, প্রশিক্ষণের যে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে তার চেয়ে খুব বেশি যেন না হয়। বিশেষ করে দ্বিগুন বা তার বেশি যেন না হয়ে যায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ সেক্ষেত্রে টার্গেট সফট হিসেবে বিবেচিত হয়। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, শুদ্ধাচারে বলা হয়েছে যে, অফিসকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে অর্থাৎ সবাইকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সেটা বিবেচনা করেই ১২ টা ব্যাচে মোট ৪৮০ জন জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তাই বেশি হওয়ার সুযোগ নেই। তিনি আরও বলেন, সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে যে, যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা রিসোর্স পার্সন হিসেবে থাকবেন আর এ নিয়মটা আগে থেকেই অনুসরণ করা হচ্ছে। রিসোর্স পার্সন নির্বাচনের ক্ষেত্রে সভাপতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের আনয়নের কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এপিএ বিষয়ক হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রে তথ্য কমিশনের কর্মকর্তা, ই-নথি বিষয়ক হলে এটুআই (a2i) থেকে এবং শুদ্ধাচারের বিষয়ে ক্যাবিনেট থেকে রিসোর্স পার্সন আনতে হবে। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সেটাই করা হচ্ছে যেমন এপিএ প্রশিক্ষণে জন্য সর্বশেষ সেশনেই জনাব মো: ফারুক হোসেন, যুগ্ম সচিব কে নির্বাচন করা হয়েছিলো। সভাপতি এক বিষয়ে একাধিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে রিসোর্স পার্সন করতে বলেন। নিষ্পত্তিকৃত নথির বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, অক্টোবর মাসে এখন পর্যন্ত সফট কপি বা ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা ৪০৫ টি এবং হার্ড কপিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা ৪৯ টি। নিষ্পত্তিকৃত মোট নথির সংখ্যা (৪০৫+৪৯)=৪৫৪ টি এবং সফট কপি বা ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নথির হার ৮৯.২%। অতঃপর সভাপতি ই-নথির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, ই-নথির হার অবশ্যই ৯০ এর উপরে রাখতে হবে।	ক) এপিএ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) ই-নথির ব্যবহার আরও বৃদ্ধি করতে হবে।	এপিএটিমসহ সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ
প্রশাসনিক আলোচনা			

৩.৩।	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, বিপিএসসি কর্তৃক সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) পদে সুপারিশকৃত ১৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়ে ফাইল আমাদের মন্ত্রণালয়ে এসেছে এখন এক বা দুই কার্যদিবসের মধ্যে তাদের গেজেট হয়ে যাবে। সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) পদে সুপারিশকৃত ৮ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশনের ফাইল এখনও মন্ত্রণালয়ে পৌছায়নি। এ ফাইল আসলে তাদেরও গেজেট হয়ে যাবে। উপসহকারী পরিচালক (খনন প্রকৌশল) পদে সুপারিশকৃত ১৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং পুলিশ ভেরিফিকেশন চলছে। গতকাল তাদের এনএসআই ভেরিফিকেশনের কাগজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এখন ফাইল আমাদের মন্ত্রণালয়ে আসলেই তারা যোগদান করতে পারবে। এছাড়া বিপিএসসি কর্তৃক ৪০ তম বিসিএস থেকে ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন পদে ৬ জনকে সুপারিশ করা হয়েছে এবং নথি মন্ত্রণালয়ে এসে পৌছেছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগ বিষয়ে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য সামনে ২টি ডিপিসি সভা করা হবে। অতঃপর নতুন নিয়োগের নিমিত্ত পদ অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি প্রেরণ করা হবে।	ক)কর্মকর্তাদের যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নতুন নিয়োগের সার্কুলার প্রদান করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
	বিবিধ আলোচনা		
৩.৪	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা কিছু সংশোধনী দিয়েছিল সে মোতাবেক মোহাম্মদ ফিরোজ আলম, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) কাজ করছেন। তিনি বলেন, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) তাঁর ভূমিকম্প বিষয়ক প্রকল্পের টিপিপি জমা দিয়েছেন এখন কমিটির কাছে আছে মূল্যায়নের পর মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তিনি আরও বলেন, খনন প্রকৌশল শাখার প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন থেকে জানানো হয়েছে যে, জাতীয় নির্বাচনের আগে হয়তো এটি একনেক এর সভায় উঠানো হবে না। মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভুতত্ত্ব) বলেন, সিলেটের গোয়াইন ঘাটে জিওহেরিটেজের জন্য প্রথম পর্যায়ের অধিগ্রহণকৃত ১০ একর জমিতে স্থাপনা নির্মাণের জন্য যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিলো সেখানে ডকুমেন্টের কিছু ঘাটতি ছিল। তিনি জানান, বর্তমানে তিনি সিলেটের গোয়াইন ঘাটে অবস্থান করছেন এবং বলেন, প্রস্তাবিত এলাকায় সার্ভেয়ার দিয়ে নকশা প্রণয়ন, এলাকার লে-আউট প্ল্যান, এছাড়াও ভিডিও ও স্থির চিত্র সিডিতে ধারণ করার কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, স্থাপত্য অধিদপ্তরে পিডব্লিউডি (PWD) কর্তৃক প্রস্তুতকৃত টপোগ্রাফিক নকশা জমা দেয়া হয়েছে এবং তারা নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু করেছে মর্মে টেলিফোন মারফত আমাকে জানিয়েছেন।	ক) জার্মানদের সাথে আসন্ন প্রকল্পের টিএপিপি অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। খ)ভূমিকম্প বিষয়ক প্রকল্পের টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। গ)স্থাপত্যনকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখা ও কমিটি।

৩.৫	জিএসবি'র বগুড়া, মিরপুর, চট্রগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্প অফিসসমূহের জন্য জনবলসহ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ৪টি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তারা কাজ করছে। এখন সমস্যা হলো জিএসবি'র মিরপুর অফিসের জমি নিয়ে কারণ মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ থেকে বারবার ফোন করা হচ্ছে তাদের কে জমি ব্যবহার করতে দেয়ার জন্য। এ জমির ডিপিপিটি দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে এবং এ সংশ্লিষ্ট ডিপিপি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)। সভাপতি জানতে চান যে, মিরপুরের জমির ডকুমেন্ট (বুক ট্রান্সফার বা নামজারি) গুলো ঠিক করা হয়েছে কিনা। পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, এ বিষয়ে খোজ নেয়ার জন্য জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) পূর্বেও যোগাযোগ করেছে এবং গত কিছুদিন হলো পুণরায় যোগযোগ করছে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে একটা চিঠি দিয়েছে আরেকটা দিলে আমাদের অফিস থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সভাপতি ডিপিপি প্রণয়নের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের কথা বললে পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, পূর্বে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছিল এবং তারা ডিজাইন ও নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন করে ২০১৮ সালের দিকে জমা দিয়েছেন। এর ২কপি মন্ত্রণালয়েও জমা দেয়া হয়েছে। সভাপতি ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দ্রুত করতে বলেন এবং চলমান কাজের বিষয়টি অবহিত করে মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠি প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন।	ক) মিরপুর অফিসের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে এবং চলমান কাজের বিষয়টি অবহিত করে মন্ত্রণালয়কে একটি চিঠি প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা এবং সংশ্লিষ্ট কমিটিমসূহ
	সভাপতি কর্মকর্তাদের কক্ষ বন্টনের বিষয়ে বলেন, আলোচনার মাধ্যমে উপযুক্ততা বিচার করে কক্ষ বন্টন করতে হবে যেন কেউ অভিযোগ না করে যে তাকে ভালো কক্ষ বা তার জন্য যে কক্ষ প্রযোজ্য সে কক্ষ দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, পূর্বে কক্ষ বন্টনের জন্য একটা কমিটি ছিল এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে বন্টন করা হতো। অতঃপর সভাপতি কক্ষ বন্টনের জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	খ) কক্ষ বন্টনের জন্য কমিটি গঠন করতে হবে।	

৪. সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন। ।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৩০

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪৩০
০৮ নভেম্বর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
২) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ
৩) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৪) উর্ধ্বতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , হিসাব উপশাখা , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)